চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৮ জুন ২০২২

চসিক মেয়রের সাথে চীনা সিআরসিসি প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাত

নগরীর সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রেখে মেট্রোরেল স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম নগরীতে মেট্রোরেল স্থাপন সময়ের দাবী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের উন্নয়নে নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের মধ্যে মেট্রোরেল স্থাপন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি মেট্রোরেল স্থাপনে নগরীর সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রেখে এবং ঘনবসতিপূর্ন এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে ভূগর্ভে রেল লাইন স্থাপনে গুরুত্ব দিয়ে সমীক্ষা কাজ পরিচালনা করতে প্রতিনিধি দলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শহরে জন ও পরিবেশ বান্ধব গণপরিবহণ ব্যবস্থা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এখানে সড়ক, ফ্লাইওভার, ওভারপাস, ব্রীজ, টানেল আছে। এগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে জনগণের চলাচল সহজ করা আমাদের মুল উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎতে নগরীর মধ্যে জনসংখ্যার আধিক্য অনেক অংশে বেড়ে যাবে। এ জন্য এখন থেকে গনপরিবহন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর নগরীকে বসবাসযোগ্য গড়ে তুলতে হলে এর কোন বিকল্প নাই। তিনি প্রতিনিধি দলকে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের সমীক্ষা করে একটি প্রোফাইল প্রস্তুত করতে বলেন এবং সমীক্ষাটি জমা দেয়ার পর যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বস দেন। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে সিটি মেয়রের দপ্তরে মেট্রোরেল স্থাপনে চীনের সিআরসিসি-১৯ ও ডব্লিউআইইটিসি জেভি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতকালে তিনি একথা বলেন।

প্রতিনিধি দলের নেতা সিআরসিসি-১৯ ও ডব্লিউ আইইটিসি জেভি এর পরিচালক হুচাউ বলেন, আন্তর্জাতিক ভাবে স্বিকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মেট্রোরেল নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। চট্টগ্রাম মেট্রোরেলের সমীক্ষা ইতোমধ্যে আমরা শুরু করেছি। তারা সমীক্ষার কাজে মেয়রের সহযোগিতা কমনা করেন। মেয়র তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম, লি ম্যাং, দি মিং ডং, স্থানীয় এজেন্ট আবিদ রহমান তানবির ও মো. সরোয়ার উদ্দিন প্রমুখ।

কোরবানির বর্জ্য অপসারণে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডকে ৬ জোনে বিভক্ত করা হবে-মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেডর মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, আগামী ঈদুল আযহার কোরবানির বর্জ্য নগরী থেকে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করা হবে। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করা এবং কোরবানির পশুর বর্জ্য চসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পলিব্যাগে ভর্তি করে নির্ধারিত স্থানে রাখার জন্য নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে ৪১ টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নগরীকে ৬ টি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে একজন করে কাউন্সিলর কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেনন ১,২,৩,৮,১৪ ও ১৫নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ১নং জোনের দায়িত্বে থাকবেন কাউন্সিলর শাহেদ ইকবাল বাব ৪,৫,৬,৭,১৭,১৮,১৯ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ২নং জোনের দায়িত্বে থাকবেন কাউন্সিলর এসরারুল হক ৯,১০,১১,১২,২৩,২৪।

২৫ ও ২৭ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৩নং জোনের দায়িত্বে থাকবেন কাউন্সিলর মো.নুরুল আমিন,২০,২১,২২,৩৩,৩৪ ও ৩৫নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৪ নং জোনের দায়িত্বে থাকবেন কাউন্সিলর হাজী মোঃ নূরুল হক, ১৬,২৮,২৯,৩০,৩১ ও ৩২ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৫নং জোনের দায়িত্বে থাকবেন কাউন্সিলর আবদুল সালাম মাসুম,২৬,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯, ৪০ ও ৪১ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৬নং জোনের দায়িত্বে থাকবেন কাউন্সিলর আবদুল বারেক। এ কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মো. মোবারক আলী। এছাড়া ৪১ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর কে ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোরবানী-দিন বর্জ্য পরিবহনের জন্য ৩৪৫ টি গাড়িসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়া কোরবানির চামড়া যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে মেয়র অনুরোধ জানান। সুষ্ঠু চামড়া ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধি, লবণ আড়তদার, চামড়া আড়তদারের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠানের কথা

জানানো হয়। তিনি আরফিন নগর এবং হালিশহর ডাম্পিং পয়েন্টকে কোরবানির বর্জ্য রাখার উপর্যুক্ত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। আজ বুধবার অপরাহ্নে চসিক

সম্মেলন কক্ষে কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এক প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ সব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেন। চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে সচিব খালেদ মাহমুদ এর সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, শাহেদ ইকবাল বাবু, এসরারুল হক, মো. নুরুল আমিন, হাজী নুরুল হক, আব্দুস সালাম মাসুম, আব্দুল বারেক, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যা.) আকবর আলি, উপ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মো. মোর্শেদুল আলম চৌধুরী প্রমুখ।

সিটি মেয়রকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান
নবগঠিত আন্ত: জিলা বাস মালিক সমিতির নেতৃবন্দ

আন্ত:জিলা বাস মালিক সমিতির নবগঠিত কমিটি আজ বুধবার সকালে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে নেতৃবৃন্দ মেয়র কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশর মহাসড়ক গুলোর অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পরিবহন চালক ও পথচারিদের অসাবধনতার কারনে সড়কে প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটছে। এই দূর্ঘটনা পরিত্রানে বাস মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের ভুমিকা অপরিসীম। নেতৃবৃন্দ চালক, পরিবহণ শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাস্তায় সুষ্ঠুভাবে গাড়ি পরিচালনার নির্দেশনা প্রদানসহ তদারকি করলে সড়ক দূর্ঘটনা কমে আসবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা মাহাবুবুল হক মিয়া, হাজী জহুর আহমদ, হাজী ইউনুছ কোম্পানি, সভাপতি হাজী গোলাম রসুল বাবুল, কার্যকরী সভাপতি আলহাজ্ব রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম, হাজী নুরুল হক নুরুল, সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব বদরুল হুদা মুরাদ, অর্থ সম্পাদক ইউছুফ ভুইয়া ও আবুল হাশেম প্রমুখ।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ
৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বুধবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-৭ এর আওতাধীন আগ্রাবাদ লাকী প্লাজা, সাউথ ল্যান্ড সেন্টার ও সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৮৯ হাজার ৪০ টাকা, আয়কর বাবদ ৬৮ হাজার ৫০০ শত টাকা ও ভ্যাট বাবদ ৯ হাজার ৪ শত টাকা এবং উত্তর আগ্রাবাদ মহল্লা থেকে চেক মারফত ১ লক্ষ টাকা বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয়। এই সময় ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ৩ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অন্য এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-১ এর আওতাধীন পাঁচলাইশ থানাধীন শুলকবহর ও মুরাদপুর মহল্লা থেকে চেক মারফত ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ১০ টাকা বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয়। বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের এই অভিযান চলমান থাকবে। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩